

গল্প

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

আমরা শৈশবে ‘শোলোক’ শুনতাম। শোলোক ব’লবার জগ্রে পিসি জেঠাই আয়ীকে ধ’রতাম, মিনতি ক’রতাম। অনেকে জানতেন, কিন্তু ব’লতে জানতেন না। প্রবীণা প্রাচীনারা ব’লতে পারতেন। দুধ খাওয়াতে, ঘুম পাড়াতে মাকেও শোলোকের লোভ দেখাতে হ’ত, কিন্তু সে শোলোক আসল নয়; বাজে, মন-গড়া। শোলোক নাম হবার কারণ, তাতে গ্লোক থাকত। গ্লোকই শোলোকের প্রাণ। একটার একটু মনে আছে। সেটা “কন্কাবতী”র,

কন্কাবতী মাগো ঘরকে এস না।

ভাত হ’ল কড়-কড়ো বেগুন হ’ল বাসি

আমরা কন্কাবতীর মায়ের জগ্রে তিনদিন উপবাসী ॥

শেষ চরণটা ঠিক মনে প’ড়ছে না। আমি শৈশবে শুনেছি পরে আর শুনি নি। কিন্তু আশ্চর্য, আজিও গ্লোকটি মনে আছে। এইরূপ গ্লোক শিশুর কানে কি মধু ঢেলে দেয়, তা সে ব’লতে পারে না, কিন্তু শুনতে শুনতে সে তার আখটি ভুলে যায়, ঘুমিয়ে পড়ে। শিশু গ্লোকটি মনে রাখতে চায়, পারে না, ‘কথা’র অল্প পারে, বেশীর ভাগ পারে না। এই কারণে একই শোলোক বার-বার শুনতে তার বিরক্তি আসে না। আর, যে শোলোক মনে না রইল, সে শোলোকই নয়। আমার বোধ হয়, কোনও অঞ্চলে তিন চারিটার বেশী শোলোক চলিত নাই। কন্কাবতী, রাজপুত্র ও কোটালপুত্র, সুখা রাণী ও দুখা রাণী, ব্যঙ্গমা ও ব্যঙ্গমী আমাদের অঞ্চলে এই কয়টি শুনতে পেতাম।

শোলোক শুনবার বয়স আছে। শিশুর সাত আট বছর পর্যন্ত। তারপর উপ-কথা শুনবার বয়স। শোলোকে সম্ভাব্য অসম্ভাব্যের বিচার নাই, এ দেশ সে দেশের ব্যবধান নাই, কালেরও নাই। উপকথায় কার্য-কারণের যৎকিঞ্চিৎ যোগ আছে, কিন্তু স্থায়িত্ব এখানেও বিস্ময়। দেশভেদে উপকথাকে ‘রূপকথা’ বলে। সে দেশে ‘আন্ত’ নামের মাহুঘটি ‘রান্ত’ হয়। কেহ কেহ মধুর বাল্য-স্মৃতিবশে ‘রূপকথা’ নামই রুচির মনে করেন, কেহ বা এই নামের সার্থকতাও দেখতে পান। আমার ভাগ্যে আমাদের অঞ্চলের প্রচলিত উপকথা শোনা ঘটে নি। তখন দেশের দুর্দিন, মেলেরিয়ার আকস্মিক ভীষণ আবির্ভাবে লোকের আর্তনাদে শোকের কথাই শুনতে পেতাম। রজাবতীর কথা, নীলাবতীর কথা, বেহুলার কথা, দেশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু শুনতে পাই নি। মনে

পড়ে, নয় বৎসর বয়সে রামায়ণ নিয়ে কাড়া-কাড়ি করেছি। বছর পাঁচ ছয় পরে রামায়ণ-কথা প্রথম শুনি। সে কি আনন্দ! কথক-ঠাকুরের বাক্যচ্ছটা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু তা-তে কিছুই এসে যেত না, খেই হারাত না।

তখন ইস্কুলে পড়ি। তখনকার দিনে “বিজয় বসন্ত” নামে এক গল্পের বই ছিল। বইখানা স্তবোধ্য ছিল না, এখন বিন্দুমাত্র মনে নাই। “আরব্যোপন্যাস”ও ছাপা হয়েছিল। ইস্কুলের ছুটির সময় গ্রামে এসে গল্প শুনতে পেতাম। এক গোমস্তা ছিলেন, বিদ্যা পাঠশালা পর্যন্ত, কিন্তু এত গল্প জানতেন ও বলতে পারতেন যে লোকে তাঁকে গল্পের ‘ধুকড়ী’ বলত। পরে দেখেছি, তাঁর লোমহর্ষণ গল্পের কোনটা “দশকুমার চরিতে”র, কোনটা “বেতাল পঞ্চবিংশতি”র, কোনটা “ব্রহ্ম সিংহাসনে”র। ভোজ ও ভাহুমতীর ইন্দ্রজালবিহার কাহিনী কোথায় পেয়েছিলেন, জানি না। তিনি মুখে মুখে শিখেছিলেন। নায়ক-নায়িকার নামে ভুল হয়েছিল কিন্তু কাহিনীর বস্তু প্রায় একই। স-সে-মি-রা কাহিনীতে শুনেছিলাম বিক্রমাদিত্যের মহিষী তিলোত্তমার উরুতে তিল ছিল; রাজমন্ত্রী বধুবংশে কবি কালিদাস রাজপুত্রকে চারি শ্লোক শুনিয়ে উন্মাদরোগ হ’তে মুক্ত করেন। কিন্তু আশ্চর্য এই, সে চারি শ্লোক গোমস্তার মুখস্থ ছিল, ভাষায় কিছু কিছু ভুল ছিল, কিন্তু অর্থ বুঝতে বিঘ্ন হ’ত না। বিক্রমাদিত্যের সাহস ও বীরত্ব, একবার শুনলে মনে গাঁথা রয়ে যায়। সে সব কথা আরব্যের নয়, পারস্যের নয়। এ দেশেরই ধর্মবীর, দয়াবীর, যুদ্ধবীর, দানবীরের কথা। শুনলে উৎসাহ হয়, চিত্তের প্রসার হয়, জড়তা দূর হয়। হাসির গল্পও ছিল। গোপাল তাঁড়ের রসিকতা, নাপিতের ধৃত্ততা, তাঁতীর মূর্থতা, চোরের বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি অনেক গ্রামে প্রচলিত ছিল। একটা গল্পও নূতন-গড়া নয়, কোন্ অতীত কাল হ’তে মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে দেশবাসীর নিকটে দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রামায়ণ ভারত ও ভাগবত পাঠ, রামায়ণ মহাভারত ও চণ্ডীর গান, কৃষ্ণযাত্রা ও শ্রামাযাত্রা গান, বৈষ্ণবের কীর্তন, বাউলের গান, আর এই সকল কাহিনী গ্রামবাসীকে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিত। সে সব দিন কোথায় গেল, আর আসবে না। এখন বই পড়ো গল্প শিখতে হ’চ্ছে।

কিন্তু গল্পের গুণ যদি চারি আনা, কথকের গুণ বার আনা। দেবদত্ত শক্তি না থাকলে কথক হতে পারা যায় না। সাত-আট বছর পূর্বে একবার কলিকাতায় কয়েক মাস ছিলাম, বৈকালে গোলদীঘিতে বেড়াতে যেতাম। দেখতাম দীঘির দক্ষিণ পাড়ের মণ্ডপে একটি লোক কি বলত, বিশ-পঁচিশ জন একমনে শুনত। কথক কৃষ্ণবর্ষ, কিষ্কিৎ স্থূলকায়, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স। গা খোলা, উড়ানী কখনও কোলে, কখনও ভূমিতে পড়ত। দক্ষিণ বাহু কখনও প্রসারিত, কখনও বক্ষঃ-লগ্ন; স্বর কখনও উদাত্ত,

কখনও অল্পদান্ত হ'ত। লোকটির দেবদত্ত শক্তি নিশ্চয় ছিল, নইলে এতগুলি লোক প্রত্যহ স্তন্যে আসত না। আদিক ও বাচিক অভিনয় দ্বারা কথা জীবন্ত হয়ে উঠত। গল্পলেখকের সে সুবিধা নাই। লেখককে ভাষা দ্বারা কথক হ'তে হয়।

গ-ল্প শব্দটি বেশী দিনের নয়! দুই-এক শত বছরের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। শব্দটির দুই অর্থ আছে। আমরা গল্প 'করি', গল্প 'বলি'। বন্ধু পেলো গল্প 'করি', গল্পে-সঙ্গে দু-দণ্ড কাটাঁই। এই গ-ল্প—জল্প, জল্পন; দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ে অসম্বন্ধ কথন। গ-ল্প-স-ল্প শব্দের স-ল্প, বোধ হয় স্-লপ। লপ ধাতুর অর্থ লপন, ভাষণ। পূর্ববঙ্গে, বলে, গা-ল—গ-ল্প। গা-ল, বোধ হয় স' গল্ভ, প্রগল্ভতা। যে গল্পিয়া, গল্পো, গল্পো, সে প্রগল্ভ, বাচাল। যখন কেহ গল্প 'বলেন', আমরা শুনি, তখন সে গ-ল্প, ন' কল্প। কল্প—কল্পনা, মানসিক রচনা, নির্মাণ। এই গ-ল্পের জুড়ী ট-ল্প; যেমন গল্প-টল্প।

পূর্বকালে ছিল, 'কথা'। অমরকোষে, কথা প্রবন্ধ-কল্পনা; প্রবন্ধের কল্পনা, মানসিক রচনা। তখনকার 'কথা'য় নায়ক-নায়িকার নাম সত্য থাকত, হয়ত বৃত্তেরও কিছু সত্য থাকত। এই হেতু কেহ কেহ 'কথা'র লক্ষণে বলতেন, কথা-রচনায় অল্প সত্য, বহু অসত্য থাকে। কথার প্রসিদ্ধ উদাহরণ পণ্ডে রামায়ণ, গণ্ডে কাদম্বরী। 'কথা' ছোট হ'লে 'কথানক'। ক-থা-ন-ক বাংলা অপভ্রংশে কা-হি-নাই। 'কথা'য় কিছু সত্য থাকে, 'উপকথা'য় কিছুই থাকে না। 'কথা' বিস্তারিত হ'লে 'পরিকথা'। কথা, উপকথা, পরিকথা, গণ্ডে লেখা হ'ত। এই লক্ষণ ছেড়ে দিলে রামায়ণকে পরিকথা বলতে পারা যায়। যারা রামায়ণে বর্ণিত যাবতীয় বিষয় সত্য মনে করেন, তাঁরা রামের চরিতকে 'আখ্যায়িকা' ব'লতেন। দৃষ্ট বিষয় অবশ্য সত্য, দৃষ্ট বিষয়-বর্ণন 'আখ্যায়িকা', বা 'আখ্যান'। পৌরাণিকদের বিবেচনায় ধৈর্য্যান ব্যাস ভারত-আখ্যান' লিখেছেন। বিদ্যাসাগর-মহাশয় 'আখ্যান-মঞ্জরী' লিখেছিলেন, তিনি কয়েক জনের চরিত বর্ণন করেছেন। বহুশ্রুত বিষয়ের বর্ণন, 'উপাখ্যান'। নলচরিত বহুশ্রুত, কিন্তু দৃষ্ট নয়। এই চরিতের কত সত্য, কত অসত্য, তাহা কেহ জানত না। মহাভারতে অসংখ্য 'উপাখ্যান' আছে, রামোপাখ্যানও আছে। সে সব, উপকথা নয়, কথা নয়, উপাখ্যান। উপাখ্যানের মধ্যে 'কথা' থাকতে পারে। যেমন "দ্বাত্রিংশপুত্তলিকা"য় ভোজরাজ-কর্তৃক বিক্রমাদিত্যের বিখ্যাত সিংহাসন-প্রাপ্তি, এক উপাখ্যান; এবং এক এক পুত্তলিকা কর্তৃক বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য-বর্ণন, এক এক 'কথা'।

বাংলায় কে 'উপগ্রাস' নামটি প্রচলিত করেছেন, জানি না। যিনিই করুন, তিনি উপ-গ্রাস শব্দের অর্থ চিন্তা করেন নাই। গ্রা-স, স্থাপন, রাখা। টাকা গ্রাস, গ্রস্ত

করা, টাকা জমা, গচ্ছিত রাখা। অল্প কষিবার সময় রাশিগুলি যথাস্থানে গ্রাস ক'রতে হয়, বাংলায় বলি 'পাতন'। অল্পগ্রাসে এক এক অল্প এক এক দেবতার আশ্রয়ে রাখা হয়। উপ-গ্রাস, সমীপে স্থাপন। বাক্যের ও প্রবন্ধের 'উপগ্রাস', উপক্রম, আরম্ভ। উপগ্রাস ইংরেজী suggestionও বটে। এই ইংরেজী শব্দের বাংলা শব্দ পাই না। কেহ কেহ 'ইঙ্গিত' লেখেন, কিন্তু 'আকার-ইঙ্গিত' যে একেবারে ভিন্ন। বাংলা উপগ্রাস, বৃত্ত-কল্পনা। দ্রাবিড় ভাষায় ও মরাঠিতে novelকে বলে কাদম্বরী, হিন্দী ও ওড়িয়াতে বলে কহানী। বাংলায় 'নব-গ্রাস', 'রম-গ্রাস' নামও দেখেছি। 'রম-গ্রাস' ইংরেজী romance অর্থে বলবার যুক্তি 'রম' টুকু ছাড়া কিছু পাই না। সে দিন দেখছিলাম শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর romanceকে 'কাহিনী' বল্যেছেন। বর্ণনীয় বিষয় ও ভাব চিন্তা ক'রলে এই নাম ঠিক। কিন্তু এই নামে লেখকের মন উঠবে না, 'কাহিনী' নামে নবীনতা কই ?

এখন দেখি, 'ছোট গল্প', 'বড় গল্প', 'উপগ্রাস', এই তিন নামে গল্প চলোচ্ছে। সংস্কৃত নাম ব'লতে হ'লে, কথা, অতিকথা, পরিকথা। কিন্তু এই তিনের লক্ষণ কি ? লক্ষণ না ক'রলে সংজ্ঞা চলে না। বাংলা ভাষায় ক-থা শব্দের নানা অর্থ আছে। শব্দটি না থাকলে 'কথা-কহা' অসম্ভব হ'ত। বিদ্যাসাগর-মহাশয় "কথা-মালা" লিখেছেন। বাঘ-ভালুকে কথা কয়, এ যে বিষম কথা। এখানে কথা, কল্পিত কথা, সব অসত্য। সংস্কৃত রূপকে "হিতোপদেশ"। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী "যজ্ঞ-কথা" লিখেছেন। তিনি কথক হ'য়ে যজ্ঞ ব্যাখ্যান করেছিলেন। গোপাল ভাঁড়ের গল্প, কালিদাসের গল্প, পাখীর গল্প, আকাশের গল্প ইত্যাদি গল্প বই কথা নাই। কালিদাস সম্বন্ধে নানা কথা প্রচলিত ছিল, তিনি যৌবনেও জড়বুদ্ধি মুর্থ ছিলেন, 'উষ্ট্র' উচ্চারণ ক'রতে পারতেন না। তাঁর গল্প সত্যানুত-মিশ্রিত প্রবন্ধ। কিন্তু 'পাখীর গল্প', বোধ করি পাখীর স্বভাব-বর্ণন। আ'জকাল বালকেরা বলে, আকবরের 'গল্প', অর্থাৎ আকবরের চরিত।

'শিশু-সাহিত্য' নামে কতকগুলি বই হয়েছে। একবার বছর সাতেক পূর্বে এক শিশুর নিমিত্তে একখানা বই খুঁজতে হয়েছিল। শিশুর বয়স ৭৮ বৎসর, বাংলা প'ড়তে পারত, কিন্তু থমকো থমকো প'ড়ত, যা প'ড়ত তা গুছিয়ে ব'লতে পারত না। তার এক বিশেষ দোষ ছিল, শব্দের আদ্য ও অন্ত্য অক্ষর প'ড়ত, মাঝের অক্ষর ছেড়ে যেত। বালকটির পিতা না মাতা হাসি-খুসি দ্বারা বাল-শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন। এরই ফলে এই দোষ ঘটেছিল। এখানে (বাকুড়ায়) বই-এর দোকানে বার-তের খানা বই পেলাম। পঞ্চ বাদ দিতে হ'ল ; কারণ, পণ্ডের ছন্দের গতিকে বর্ণ পরিচয় রসাতলে যায়। বিশেষত, পঞ্চগুলি নানা রঙ্গে ছাপা ; সাদা কাগজে কালীর অক্ষর পরিস্ফুট

হয়, অল্প রক্তের হয় না। রাক্ষস-বক্ষস, ভূত-প্রেতের বই বাদ দিতে হ'ল; কারণ শিশুর প্রতি নিষ্ঠুর হ'তে পারি না। ভূত-ভীত করে চিরকাল ভীক করতে পারি না। শেষে একখানি “শিয়াল-পণ্ডিত” ও হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন-কৃত “চাণক্য-শ্লোক” কিনে আনি। “শিয়ালপণ্ডিতে”র দোষ আছে। ‘পণ্ডিত’ দীর্ঘ হয়েছে, স্থল-বিশেষে শিশুর অবোধ্যও হয়েছে। চাণক্য-শ্লোক পঞ্চাশটি বেছে দিয়েছিলাম। সংস্কৃত শ্লোক, প্রত্যেক অক্ষর শুদ্ধভাবে প'ড়তে হ'ত, বর্ণ-(উচ্চারণ-) জ্ঞান হ'ত। বাজে পণ্ডের বদলে শ্লোক মুখস্থ ক'রলে চিরজীবন ধর্মের গ্ৰায় সুহৃদ হয়ে থাকে। বাল্যকালে পাঠশালায় আমাকে চাণক্য-শ্লোক মুখস্থ ক'রতে হয়েছিল। সে বিত্তা এখনও কাজে লাগছে।

শিশু সাহিত্যের পর ‘বাল-সাহিত্য’। দশ হতে বোল বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার নিমিত্ত বাল সাহিত্য। এদের নিমিত্তে অনেক বই হ'য়েছে। বিদ্যালয়-পাঠ্য অসংখ্য, গৃহ পাঠ্যও অনেক। বিদ্যালয়-পাঠ্য বই ফরমাইসী বই, প্রায়ই মাদুর্ঘ্যহীন। এই হেতু বালক-বালিকারা প'ড়তে চায় না। গৃহ-পাঠ্য বইতেও সে দোষ নাই, এমন নয়। তথাপি গ্রন্থবিস্তার হেতু সে দোষ কতকটা কেটে যায়। ইদানী দেশের পুরাতন উপাখ্যানের প্রতি গ্রন্থকর্তাদের দৃষ্টি পড়োছে। এটি বাল-শিক্ষার পক্ষে শুভ। কারণ প্রথমে স্বদেশী, আর প্রত্যেক উপাখ্যানেই হিতোপদেশ আছে। বাজে গল্পে থাকে না। মহৎ লোকের চরিত্রও লেখা হয়েছে। অনেকে ‘চরিত’ বলতে চান না; বলেন, ‘জীবন-চরিত’। অনাবশ্যক ‘জীবন’ জুড়বার কারণ ইংরেজীতে bio-graphy যার bio মানে জীবন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রামেন্দ্রহৃদয়ের পণ্ডিত ছিলেন, তাঁরা ‘চরিত’র আগে ‘জীবন’ জুড়েন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র “শ্রীকৃষ্ণচরিত” লিখেছিলেন, রামেন্দ্রহৃদয় “চরিতকথা” শুনিয়েছিলেন। এঁরা নূতন কিছু করেন নি। কৃষ্ণদাস-কবিরাজ “চৈতন্য-চরিত-অমৃত” লিখেছিলেন। সংস্কৃতের ত কথাই নাই। ইদানী “জীবনী” নামও দেখতে পাই। কারণ ইংরেজী life শব্দের একটা অর্থ ‘চরিত’ আছে। কিন্তু ‘জীবন’ ও ‘জীবনী’ একই। এক জীবন-সংগ্রামেই আমাদের জীবনান্ত হ'চ্ছে, তহুপরি দাম্পত্য জীবন, বিবাহিত জীবন, পারিবারিক জীবন, সাহিত্যিক জীবন, জাতীয় জীবন, জুটলে কতদিক সামলানো যাবে। শব্দের অর্থ-প্রসারণে দোষ নাই, যদি তদ্বারা ভাষা সঙ্কচিত না হয়।

‘বাল-সাহিত্য’র পর ‘তরুণ-সাহিত্য’। তরুণ-সাহিত্যে গল্পের আসন প্রথম। গল্প-নামে উপভাসও ধ'রছি। বাজারে যে কত গল্প বেিরিয়েছে, তা ব'লতে পারি না। আমার গল্প-পড়ার বাতিক ছিল না, খবরও রাখি না। তা ছাড়া ইচ্ছা হ'লে গল্প বেছে

প'ড়তে পারি। কিন্তু মাসিকপত্র পাঠককে বাছতে দেয় না, গল্প না চাইলেও ঘরে এসে হাজির হয়। তখন গৃহস্থকে চোখ বুলিয়ে দেখতে হয়, কি জানি হৃদয়ের প্রচ্ছদ-পটের ভিতরে কি আছে। কখন কখন সাপ লুকিয়ে থাকে! গুণিন মন জানেন, ভয় নাই; কিন্তু গৃহস্থ দ্রুত হ'য়ে পড়েন।

‘মাসিক-পত্র’— পত্র না গ্রন্থ? এ বিচারে না গিয়ে ‘মাসিকী’ বলি। মাসিকীর দুই ভাগ করতে পারি। কতকগুলি এক এক সমাজ বা সঙ্ঘের কর্ম প্রচার ও উদ্দেশ্য সাধন করে। এগুলিকে ‘সঙ্ঘ-মাসিকী’ ব'লতে পারি। অপরগুলি সাধারণ পাঠকের জ্ঞান ও আনন্দপিপাসা তৃপ্ত করে। এগুলিকে ‘বার-মাসিকী’ বলা যেতে পারে। (বার, অবসর ও সমূহ।) “ব্রাহ্মণসমাজ” নামে এক মাসিকী আছে, নামেই প্রকাশ এখানি সঙ্ঘ-মাসিকী। এতে গল্প ও পত্র থাকে না, থাকবার কথাও নয়। কারণ, গল্প ও পত্র দ্বারা ব্রাহ্মণসমাজের কি হিত হবে? ব্রাহ্মণেই র'চবেন, প'ড়বেন, তাও ত নয়। সঙ্ঘ-মাসিকীর কতা, সঙ্ঘ। কিন্তু বার-মাসিকী মণিহারী দোকান। ক্রেতা যেমন, দোকানের দ্রব্যও তেমন রাখতে হয়, নইলে দোকান চলে না। চিত্র, পত্র, গল্প না থাকলে ক্রেতা জুটে না, দোকানও ভরে না। দোকান ছোট ক'রতেও মন সরে না। বার-মাসিকীর বাহ্য-হেতু সম্পাদককে পাঠকের মন জুগিয়ে চ'লতে হয়। আর, সচিত্র তিন শত পৃষ্ঠার একখানা বই আট আনায় বেচাও সোজা নয়।

কিন্তু গল্প-রচনা ভারি কঠিন। বাংলা ভাষা, মালভাষা ভাষা লিখতে পারলেই গল্প র'চতে পারা যায় না। পত্র রচনা ঢের সোজা, মাসখানেক অভ্যাস ক'রলে পত্র লিখতে পারা যায়। অবশ্য, সে পত্র, কাব্য নয়। কবি দুর্লভ, ক্ষণ-জন্মা। দৈবী-শক্তি না পেলে কবি হ'তে পারা যায় না। যে-সে পত্রকে কবিতা ব'ললে কবিকে খাট করা হয়। কবির ভাব, কবিতা; কবিতাই, কবির প্রমাণ। ছন্দোবিশিষ্ট বাক্য, পত্র। পত্র-কার ছান্দসিক। কবি পত্রে ও গদ্যে, বাক্যের দ্বিবিধ রূপেই তাঁর কবিতা প্রকাশ ক'রতে পারেন। অতএব কাব্যও দ্বিবিধ, পত্র-কাব্য ও গদ্য-কাব্য। উত্তম গল্প, কাব্য। গল্প পত্রে ও গদ্যে দুই রূপেই লিখতে পারা যায়।^১ যে গল্পে কবিতা নাই, সেটা গল্প নয় বাজে বকা।

নানা মাসিকীতে মাসে মাসে কত গল্প প্রকাশিত হ'চ্ছে, কেহ গণ্যেছেন কি না জানি না। শতাবধি হবে। সাপ্তাহিক বাতাপত্রেও গল্প থাকে। বোধ হয় গল্প-লেখক বা গল্পক এক সহস্র হবেন। পত্ররচনার নিয়ম আছে। ইংরেজীতে গল্প লিখবার ধারাপাত আছে। কেনই বা না থাকবে? কোন্ কর্মের নাই? বাংলাতে পত্র লিখবার ধারাপাত আছে। কিন্তু তা দিয়ে পত্রের আরম্ভ ও শেষ শিখতে পারা যায়, পত্রের বস্তুর বর্ণন শিখতে পারা যায় না। সে কর্ম পত্র-লেখকের।

গল্প ও উপন্যাসে তফাৎ কি? বাংলায় কিছু দেখতে পাই না। প্রয়োগে দেখি, ছোট গল্প, উপন্যাস বড়। যখন দেখি, এটি ছোট গল্প, ওটি ‘বড় গল্প’, তখনই বুঝি এই ভাগ বাহ্যিক। উপন্যাসেরও দৈর্ঘ্যের সীমা নাই; কোনটা এক শ পৃষ্ঠা; কোনটা পাঁচ শ পৃষ্ঠা। ক্রেতা পেলে হাজার পৃষ্ঠাও হ’তে পারত। যদি ইংরেজী story ও novel বাংলার গল্প ও উপন্যাস মনে করি, তাহ’লে গল্পের ‘বন্ধ’ (plan) খুজ্ উপন্যাসের সঙ্কল (complicated)। সঙ্কল বটে, কিন্তু দৈবাৎ নয়, লেখকের ইচ্ছাকৃত কৃতবন্ধ (plot)। রস-হিসেবে উপন্যাস নানা রকম। বীর ও অদ্ভুত রস থাকলে ইংরেজী romance, রোমাঞ্চন। পৌরাণিক-প্রবর লোমহর্ষণ অদ্ভুত কথা শোনাতেন। ইংরেজী মতের গল্প ও উপন্যাসের প্রকৃতি ঐ রকম হ’লেও সংসারে বিকৃতি-ই বহ। তাতে দুঃখই বা কি? রাগিণী বেহাগ মিষ্ট, কিন্তু বেহাগ-ড়া ত কম নয়। কলার হানি হ’লে কোনটাই মিঠে নয়। গল্পে কলাই প্রধান। বস্তু ও বন্ধ অবশ্য চাই, কিন্তু ‘ভাজমহল’ পাথরের পাঁজা নয়, নির্মাণের গুণে অপূর্ব আনন্দ উদ্বেক করে। সে গুণের নাম কলা (art)। পূর্বকালের চৌষটি কলার মধ্যে “কাব্যক্রিয়া” একটা কলা ছিল। কাব্যকলা, চিত্রকলা শব্দের প্রয়োগ আছে। কলা, চাতুরী, ছল (fraud)। লোকে বলে, “লোকের ছলা কলা”, “লোকটার কলা (গ্রাম্য, ‘কল্লা’) দেখে বাঁচি না।” কলা কৃত্রিমকে অকৃত্রিম দেখায়, মিথ্যাকে সত্যভ্রম করায়। এর স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পটে। কোথায় গাছ, কোথায় বা পাহাড়; আমরা পটে গাছ-পাথর দেখি। চিত্রকর রং দিয়ে ইঞ্জ্রজাল করেন, কবি ভাষার শব্দ দিয়ে করেন। কবির ইঞ্জ্রজাল, কবিতা। এটি তাঁর স্বভাবজ। কখন কখন অন্তেও কবিতা অল্পভব করেন, প্রকাশও করতে পারেন। কিন্তু সেটা ঔপাধিক, অবস্থা-বিশেষে স্ফূর্তিত হয়।

ইংরেজীর মাপ-কাঠিতে চ’লতে হবে, কিম্বা গল্প ও উপন্যাসের বন্ধ শুদ্ধ রাখতে হবে, এমন কথা কি আছে। পাঠক চান আনন্দ, রসই আনন্দের হেতু। কার্যকারণ এক হ’য়ে আনন্দ ও রস সমার্থ। প্রাচীন কাব্যরসিক খুজে খুজে নয়টি রস পেয়েছিলেন, একটা বাড়াবার কমান্বার নাই।^২

নয়টা রসের একটা-না-একটা না থাকলে কাব্য হবে না, এমন নয়। এর দৃষ্টান্ত বক্সিমচন্দ্রের “ইন্দিরা”। এটি গল্প না উপন্যাস? এতে উপন্যাসের ফন্দি বিলক্ষণ আছে। কালাদীঘির ডাকাতেরা বেহারা ও ভোজপুরী দরওয়ানকে ঠেঙিয়ে ইন্দিরার অলঙ্কার কেড়ে নিতে পারত, ইন্দিরা বি-গায়ে হারিয়ে যেত না। “ইন্দিরা”য় স্থায়িত্ব কিছুই নাই। ইহার আরম্ভ বিস্ময়ে; পরিণতি, কৌতুক বা হাস্য ভাবে। “রাধারাগী”তেও কোন স্থায়িত্ব নাই। রচনার মাধুর্য-গুণে গল্পটি মনোহারী হয়েছে।